মেহেরপুরের শালিকাতে সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুলছাত্র নিহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার শালিকাতে সড়ক দুর্ঘটনায় আছিম (১৬) নামের এক স্কুল ছাত্র নিহত হয়েছে।

রোববার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে রাধাকান্তপুর-দারিয়াপুর গ্রামের গোরস্থানের সন্নিকটে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আছিম মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামের ছলিম বিশ্বাসের ছেলে ও স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনীর ছাত্র।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাগরিবের নামাজের পর আছিমতার বড় ভাইয়ের পালসার মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরতে বের হয়। শালিকা গ্রাম থেকে রাধাকান্তপুর-দারিয়াপুর রাস্তায় উঠে বেপরোয়া গতিতে মোটরসাইকেল চালায় সে।

এক পর্যায়ে মোটরসাইকেলের গতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি গাছের সাথে ধাক্কা লেগে ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

পরে মাঠের কয়েক জন কৃষক দুর্ঘটনাটি দেখে গ্রামে খবর দিলে স্থানীয়রা তার মরদেহ উদ্ধার করে নিজ বাড়িতে নেন। মহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ দারা খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ঝিনাইদহে রমজান উপলক্ষে অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ঝিনাইদহে অসহায় ২ হাজার দুস্থ পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

রোববার সকালে ঝিনাইদহ শহরের আরাপপুর পশ্চিম পাড়ায় এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে জোহান ড্রীম ভ্যালী পার্ক ও জোহান গ্রুপের স্বত্বাধীকারী মোয়াজ্জেম হোসেন।

সকালে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শারমিন আক্তার সুমী।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জোহান গ্রুপের স্বত্বাধীকারী মোয়াজ্জেম হোসেন, বিশিষ্ঠ ঠিকাদার মিজানুর রহমান মাসুমসহ অন্যান্যরা।

সেসময় পৌরসভার বিভিন্ন এলাকার ২ হাজার পরিবারের ১০ কেজি চাল, ২ কেজি আলু, ১ কেজি ছোলা ও আধা কেজি সয়াবিন তেল বিতরণ করা হয়।

রমজানে খাদ্যসামগ্রী পেয়ে খুশি অসহায় পরিবারগুলো। এসময় মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, আমার সামর্থ অনুযায়ী যতটুকু সম্ভব তাদের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি।

আপনাদেরকেও অসহায়দের পাশে দাঁড়ানোর আহবান জানাচ্ছি। আপনার সাম্যর্থের মধ্যে যে যতটুকু পারেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

ঝিনাইদহে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকের মাঝে ২ টি গরু প্রদান

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষক মজনু জোয়ার্দ্দারের ২ টি গরু মারা যাওয়ার পর তাকে ২ টি গরু প্রদাণ করা হয়েছে।

রোববার সকালে এ্যাসোসিয়েশন ফর এ্যাডভান্সমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এ্যাড) ও এফএনএফ ফার্মাসিউটিক্যালস এর সহযোগিতায় ২ গরু প্রদাণ করা হয়।

এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা এ্যাড’র নির্বাহী পরিচালক

মাহমুদুল হাসান ফোটন’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহীন, পোড়াহাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হিরন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এ্যাড’র সহকারী নির্বাহী পরিচালক মিলন কুমার শিকদার, সিনিয়র পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স) বিল্লাল হোসেন, পরিচালক ফিরোজ মাহমুদ, আইটি অফিসার তৌফিক মুন্সী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পরিচালক (প্রশাসক) শামীমা পারভীন)।

উল্লেখ্য, গত ২৭ মার্চ মধুপুর পুর্বপাড়া গ্রামের কৃষক মজনু জোয়ার্দ্দার ফেলা বিশ্বাস নামের এক কৃষকের ১০ কাঠা জমি চাষ করতে যায়।

জমি চাষের পরে মই দিতে গিয়ে জমিতে থাকা ওজোপাডিকো বিদ্যুৎ বিভাগের খাম্বার পাশে আসলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ২ টা চাষের গরু মারা যায় যার, দাম আনুমানিক মূল্য ৫ লাখ টাকা।

কৃষক মজনু এই সময়ে নিজে সামান্য শর্ট খেয়ে ছিটকে পড়ার কারনে সে প্রাণে বেঁচে যায়।

ব্যাথায় নীল ফুটফুটে তাবাসসুম, চিকিৎসার জন্য সহযোগীতা প্রয়োজন

ফুটফুটে তাবাসসুম। বয়স মাত্র ১১ মাস। এখনো কথা বলতে কিংবা হাটতে শেখেনি। কিন্তু নিয়তির পরিহাসে কঠিন এক রোগে আক্রান্ত হয়ে পুরো শরীর ব্যাথায় নীল হয়ে গেছে তার। ব্যাথার কাতরে রাতের অধিকাংশ সময় বুক ধরে কাঁদতে থাকে শিশুটি। শিশুর এই কষ্ট সহ্য করতে পারেন না তার দিনমজুর বাবা। মুছতে মুছতে চোখের পানি শুকিয়ে গেছে মা তানিয়া খাতুনের। শিশুটিকে নিয়ে পরিবারের অন্য সদস্য দাদা-দাদি, নানা-নানিসহ সকলেই কাতর। দিনমজুর বাবার সাধ আছে ভালোবাসার ধন

শিশুকণ্যাকে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তোলার। কিন্তু সাধ্য হয়ে উঠছে না।

মেহেরপুর সদর উপজেলার খন্দকার পাড়ার ইবাদুল ইসলামের মেয়ে তানিয়া খাতুনের সাথে বছর তিনেক আগে বিয়ে হয় একই উপজেলার শ্যামপুর নীলমনি পাড়ার কালামে ছেলে মাসুমের সাথে। ১১ মাস আগে তাদের কোল আলো করে শিশু তাবাসসুম পৃথিবীর মুখ দেখে। জন্মের পর থেকে ঠাণ্ডা, জ্বরে ভুগতে থাকে শিশুটি। আড়াইমাস বয়সে এক শিশু বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হলে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায় তাদের হার্টে ছিদ্র রয়েছে। এর পর থেকে দিনমজুর বাবা শিশুটিকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বিভিন্ন চিকিৎসককে দেখিয়েছেন। তেমন কোন উন্নতি হয়নি। তবে অপারেশনের মাধ্যমে ভালো হওয়া সম্ভব বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। তার জন্য লাগবে নুন্যতম তিন লক্ষ টাকা।

শিশুটির মা তানিয়া খাতুন জানান, রাত এলেই ওর কান্না শুরু হয়। রাতের অধিকাংশ সময়ই ব্যাথায় কাঁদে। শরীরের বিভিন্ন অংশ ব্যাথার কাতরে নীল হয়ে যায়। কান্নার সময় মাঝে মাঝে একাই বুকে হাত দিয়ে থাকে। মেয়ের কষ্ট সহ্য করতে পারিনা। অর্থের অভাবে ভালোমত চিকিৎসাও করাতে পারিনা।

শিশুটির নানি নাসিমা খাতুন জানান, জন্মের পর থেকে তাবাসসুমের ঠাণ্ডা, জ্বর, কাশি লেগেই আছে। এসবের ওষুধ কিনতেই ওর বাবা হিমশিম খায়। দিনমজুরের কাজ করে সংসার সামলানোয় কঠিন হয়ে পরে তাবাসসুমের বাবার। সংসার সামলিয়ে মেয়ের ওষুধের টাকা জোগাড় করাও কঠিন।

ন্যাশনাল হার্ট ফাউণ্ডেশনের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. কাজল আলী বলেন, শিশুটির ৪মিমি ছিদ্র দেখা গিয়েছে রিপোর্ট অনুযায়ী। নিয়মিত চিকিৎসার মাধ্যমে রিকভারী সম্ভব হতে পারে। যদি সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে অপারেশনের মাধ্যমে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে অপারেশন ব্যায়বহুল।

শিশু তাবাসসুম অন্যান্য শিশুদের মতই বেড়ে উঠুক এ পৃথিবীতে। সুস্থ হয়ে বাবা-মাসহ সকলের মুখে হাসি ফুটাক। শিশুটির চিকিৎসার্থে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারি আমরা। আমাদের সকলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহযোগীতায় হাসি ফুটবে তাবাসসুমের। জয় হবে মানবতার। শিশুটিকে মানবিক সাহায্য করতে চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন শিশুটির পিতার সাথে। মো: মাসুম- ০১৩১৩-২১৪১৪০ (বিকাশ)।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

কালাম তার অপর সহযোগীসহ আটক

২৫০ বোতল ফেনিসিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে গাংনীর বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের একটি দল। আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের সুলতান হোসেনের ছেলে আবুল কালাম (৩৮) ও একই গ্রামের মোতাহার আলীর ছেলে মেছের আলী (৫০)।
আজ রোববার (৩ এপ্রিল) ভোররাতে দিকে ভরাট গ্রামের রাস্তার উপর থেকে ফেনসিডিলসহ তাদের আটক করা হয়। এসময় তাদের ব্যবহৃত নাম্বারপ্লেটহীন একটি এ্যাপাচি আরটিআর মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।
বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের টুআইসি এএসআই শরিফুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্সসহ এ অভিযান চালান। এএসআই শরিফুল ইসলাম জানান, ভারত থেকে পাচার হয়ে আসা ফেনসিডিলের একটি চালান আসছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ওই স্থানে অবস্থান নেয়া হয়। তারা মোটরসাইকেল যোগে আসার সাথে সাথে তাদের আটক করা হয়।
আটক আবিল কালামের বিরুদ্ধে মাদক, বিস্ফোরক সহ নানা অভিযোগে ডজ্জন খানেক মামলা রয়েছে।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে দুজনে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে নানা বাড়ি বেড়াতে এসে নদীতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে নানা বাড়িতে বেড়াতে এসে কাজলা নদীতে ডুবে মাহি (৬) নামের এক শিশুকণ্যার মৃত্যু হয়েছে।

আজ রবিবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে আমঝুপি পশ্চিমপাড়া সংলগ্ন কাজলা নদীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিশু মাহি পশ্চিমপাড়ার রেজাউল হকের নাতনি। কিছুদিন আগে সে মায়ের সাথে নানাবাড়ি বেড়াতে আসে।

জানা গেছে, রেজাউল হকের মেয়ে শিরিনা খাতুনে বিয়ে হয়েছে শেরপুর জেলায়। ২য় সন্তান সম্ভাবা হওয়ায় সে পিতার বাড়িতে আসে মাহিকে সাথে নিয়ে। ঘটনার আগে মাহি তার খালাতো বোন রিয়ার সাথে নদীতে খেলতে যায়। নদীতে পেতে রাখা কারেন্ট জালে আটকিয়ে সে ডুবে যায়। পরে পরিবারের লোকজন জানতে পেরে তাকে উদ্ধার করার আগেই তার মৃত্যু হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানমের পিতার ইন্তেকাল

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানমের পিতা বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহমুদুল আলম (৭০) চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

তিনি স্ত্রী, এক কন্যা ও এক পুত্র, নাতী নাতনী, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ ছিলেন।

কয়েকদিন আগে তিনি তার একমাত্র কন্যা গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানমের বাসাতে বেড়াতে এসেছিলেন।
রাত ১১টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদ অফিস চত্ত্বরে প্রথম নামাজে জানাযা শেষে রাতেই নড়াইল জেলার লোহগড়াতে নিজ বাড়িতে নেওয়া হবে।

সেখানে তার দ্বিতীয় জানাযা শেষে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা গার্ড অফ অনার দিয়ে গ্রামের বাড়িতেই দাফন করা হবে জাতীর শ্রেষ্ট সন্তান এই বীর মুক্তিযোদ্ধাকে।

এদিকে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানমের পিতার ইন্তিকালে মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক

ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মী ও জাতীয় কন্যা শিশু অ্যাডভোকেসী ফোরামের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহম্মেদ, ষোলটাকা ইউনিয়ন ইউপি চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশা, কাজিপুর ইউপি চেয়ারম্যান মু.আলম হুসাইন, রাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু, বামন্দী ইউপি পরিষদের চেয়ারম্যান ওবাইদুল ইসলাম কমল, তেঁতুলবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস, কাথুলি ইউপি পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, সহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যান মশিউর রহমান, ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাকসহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মী ও বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

সীমান্তে হত্যা-মানবপাচার বন্ধসহ সুসম্পর্ক বজায় রাখতে ফলপ্রসু আলোচনা

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে মানুষ হত্যা, মাদকদ্রব্য পাচার, তারকাটার বেড়া না কাটাসহ বিজিবি-বিএসএফ যৌথ টহল জোরদার করা এবং সীমান্তেরর বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের পথ খুঁজতে দর্শনা সীমান্তে বিজিবি বিএসএফ এর মধ্যে সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে শান্তিপূর্ণ আলোচনা হয়েছে।

শনিবার চুয়াডাঙ্গার দর্শনা জয়নগর সীমান্তের মেইন পিলার ৭৬ এর নিকট দর্শনা আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিজিবি-বিএসএফ সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে কুষ্টিয়া মিরপুর সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মহিউদ্দিন মোহাম্মদ জাবেদ এর নেতৃত্বে বিজিবির ২০ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-৬

বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল ইশতিয়াক আহমেদ, ঝিনাইদহ মহেশপুর-৫৮ বিজিবি বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল শাহিন আজাদ, যশোর-৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের লে. কর্নেল মিনহাজ সিদ্দিকী এবং ভারতের বিএসএফ এর পক্ষে কৃষ্ণনগর সেক্টর কমান্ডার (ডিআইজি) শ্রী অমরেশ কুমার আরিয়া’র নেতৃত্বে কমান্ডেন্ট শ্রী সুদীপ কুমার, কমান্ডেন্ট শ্রী সঞ্জয় কুমার, কমান্ডেন্ট শ্রী সুনীল কুমার, শ্রী ওয়াগিন্ডার আগরওয়াল, সেকেন্ড ইন কমান্ড শ্রী এইচ,এস লোয়াং সহ উভয় দেশের ১০ সদস্যের প্রতিনিধিদল স্ব,স্ব দেশের নেতৃত্ব দেন।

বিকাল সাড়ে পাঁচটায় এ বৈঠক সমাপ্ত ঘোষনা করা হয়। বৈঠকে দু’দেশের মধ্যে সীমান্তের বিরাজমান বিভিন্ন বিষয়ে দ্বি-পাক্ষিক ফলপ্রসু আলোচনা হয়েছে বলে বিজিবির কুষ্টিয়া সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মহিউদ্দিন মোহাম্মদ জাবেদ সাংবাদিকদের জানান।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীর,সেকেন্ড অফিসার এসআই আহাম্মদ আলী বিশ্বাস, ইমিগ্রেশন ইনচার্জ এস,আই আব্দুল আলিম, ডি,এস,বি সদস্য কামাল হোসেন, প্রমুখ। সার্বিক তত্বাবধায়নে ছিলেন, দর্শনা বিজিবির কোম্পানী কমান্ডার নায়েব সুবেদার জহির উদ্দীন বাবর, আই,সি,পি ইনচার্জ হাবিলদার আলাউদ্দিন।

গাংনীতে তুচ্ছ ঘটনায় স্বামী স্ত্রীকে রড দিয়ে পিটিয়ে আহত

ঘর খুলে দেওয়ার মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে আরিফুল ইসলাম (৫০) ও তার স্ত্রী পারভীনা খাতুনকে লোহার রড দিয়ে নির্মমভাবে পিটিয়ে মারাত্বক আহত করেছেন বড় ভাই মিন্টু হোসেন ও তার ছেলে সুইট।

শনিবার দিবাগত রাত আনুমানিক রাত ৮টার দিকে গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের হাজীপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, সন্ধ্যার দিকে প্রতিবেশীর এক ছাগল মিন্টু হোসেনের ঘরের দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে পড়ে।

এঘটনায় মিন্টু হোসেন তার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী পারভীনা ঘরটি খুলে দিয়েছে বলে মিথ্যা অভিযোগ দেন। পরে মিন্টু হোসেন ও তার ছেলে সুইট এসে পারভীনা খাতুনকে লোহার রড দিয়ে বেধড়ক পেটাতে থাকে।

এক পর্যায়ে পারভীনার স্বামী আরিফুল ইসলাম ঠেকাতে গেলে তাকেও লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করে। স্থানীয়রা ছুটে আসলে মিন্টু ও তার ছেলে সুইট পালিয়ে যায়।

পরিবারের লোকজন মারাত্বক আহত আরিফুল ও তার স্ত্রী পারভীনাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক শোভন মল্লিক জানান, দুজনেরই মাথায় আঘাত হওয়ায় সেখানে একাধিক সেলাই দেওয়া হয়েছে। তবে তাদের অবস্থা খুব সুবিধাজনক অবস্থায় নেই। চিকিৎসা চলছে ।

এঘটনায় মামলায় দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলে জানান পারভীনার ভাই কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্য (মেম্বর) আজিজুল হক।